দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 2 APR ২০০৯
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩

কওমী মাদ্রাসাগুলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা হবে : আইনমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ।

কওমী মাদ্রাসাগুলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসবে সরকার। এ লক্ষ্যে কওমী মাদ্রাসার জরিপ শুরু হয়েছে। সরকারের তালিকাভুক্ত হলে তারা সরকারী সহযোগিতা পাবে। এ কথা জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ। গতকাল (বুধবার) ঢাকায় 'বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউট (বিইআই) আয়োজিত 'এন্টি-টেরর ল'-২০০৯' শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৭ঃ১৫ কঃ৭

কওমী মাদ্রাসাগুলোকে শিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা জানান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এ.এস.এম. শাহজাহান, এম হাফিজউদ্দিন আহমেদ, মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী, সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা এবং বিইআই-এর প্রেসিডেন্ট ফারুক সোবহান বক্তব্য রাখেন।

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন, '৭২-এর সংবিধান থাকলে আজকে ধর্মের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি হত না। ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সামরিক সরকার সংশোধনী এনে '৭২-এর সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনাকে নস্যাৎ করেছে। ৭২ সালে সংবিধানের ১২ এবং ৩৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চর্চার সুযোগ তৈরী করায় আজ জঙ্গীবাদের সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জঙ্গীদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়।

ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ দূর করতে তিনি ধর্মীয় নেতাসহ সবাইকে গঠনমূলক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। আইনমন্ত্রী বলেন, ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ কোন ধর্মই সমর্থন করে না। ধর্মকে ব্যবহার করে যে সন্ত্রাসবাদ চলছে তা ধর্মবিরোধী কাজ। ধর্মের বিকৃত উপস্থাপনের মাধ্যমে কেউ যাতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য ইসলামসহ সব ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা মানুষের সামনে তুলে ধরতে ইমাম, মাদ্রাসা শিক্ষকসহ সব ধর্মীয় নেতারা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেন। ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন, কওমী মাদ্রাসাগুলোই বাংলাদেশে জঙ্গীবাদের প্রজনন কেন্দ্র। এসব মাদ্রাসায় কিভাবে বেহেশতে যাওয়া যাবে তার ভিডিওচিত্র দেখিয়ে ছাত্রদের ধর্মান্ধ করা হয়। দেশে বর্তমানে ১২২টি জঙ্গী সংগঠন তৎপর রয়েছে। তারা বিচ্ছিন্নভাবে জঙ্গী তৎপরতায় লিপ্ত। তিনি বলেন, আধুনিক শিক্ষার বদলে কওমী মাদ্রাসায় মনগড়া শিক্ষা এবং ইসলামের প্রকৃত পথ না দেখিয়ে কূপমণ্ডূকতা চর্চা করানোতেই এসব মাদ্রাসা থেকে জঙ্গী তৈরী হচ্ছে। সরকার দেশ থেকে জঙ্গীবাদ নির্মূলে উদ্যোগ নেবে। এজন্য সব মাদ্রাসাকে একই কাঠামো এবং রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে নিয়ে আসার ব্যবস্থা নেয়া হবে। ব্যারিস্টার শফিক বলেন, ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ রোধ করতে মাদ্রাসার শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। তিনি বলেন, কওমী মাদ্রাসাগুলোকে তালিকাভুক্ত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জরিপ শুরু করেছে। সরকারের তালিকাভুক্ত হলে তারা সরকারী সাহায্য সহযোগিতা পাবে।

ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন, দেশের সন্ত্রাস দমন এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থ যোগান বন্ধের লক্ষ্যে সরকার সন্ত্রাসবিরোধী আইন এবং মানি লন্ডারিং আইন প্রণয়ন করেছে। সন্ত্রাস দূরীকরণের লক্ষ্যে এগুলোর সঠিক প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী। অধিকতর কার্যকর করতে সরকার প্রয়োজনে এসব আইন পরিমার্জন, পরিবর্তন করবে।